যুগান্তর

তারিখ 20 JAN 2015
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

রাজধানীর ১৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ প্রকল্পে ঢিমেতাল

মামুন আব্দুল্লাহ

রাজধানীতে নানা জটিলতায় আটকে আছে নতুন ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ প্রকল্পের কাজ। ২০১০ সালে শুরু হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১১টি উচ্চবিদ্যালয় ও ছয়টি সরকারি কলেজ রয়েছে। কিন্তু ৫ বছর পেরিয়ে গেলেও কাজে কোনো গতি আসেনি। এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন করে নকশা করে আবার সংশোধনী আনা হচ্ছে। আজ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এ সংশোধনী অনুমোদন করা হতে পারে। পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, মামলাসংক্রান্ত জটিলতায় প্রকল্পের কাজে গতি আসেনি ৫ বছরেও। এর মধ্যে একবার প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় চলছে সংশোধনের প্রক্রিয়া। প্রথম সংশোধনীতে প্রকল্পের ব্যয় কমলেও দ্বিতীয় সংশোধনীতে তা বাড়ছে। ২৩০ কোটি ৭৫ লাখ টাকায় চলমান প্রকল্পটির ব্যয় দাঁড়াচ্ছে ২৯৪ কোটি ৮০ লাখ টাকায়। সময়মতো বাস্তবায়ন কাজ না হওয়ায় প্রকল্প ব্যয় বাড়ছে প্রায় ২৮ শতাংশ।

এ প্রসঙ্গে প্রকল্পটির পরিচালক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব স্বপন চন্দ্র পাল জানান, দুয়ারীপাড়া ও সবুজবাগে প্রস্তাবিত সরকারি কলেজের জমি নিয়ে হাইকোর্টে একটি মামলা চলমান রয়েছে। মণবাজারে প্রস্তাবিত স্কুলের জমি নিয়েও মামলা রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ শুরু করা যাচ্ছে না।

সূত্র জানায়, চলমান প্রকল্পটির মেয়াদ ২ বছর বাড়াতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব পাঠিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় উপস্থাপন হচ্ছে আজ। রাজধানীর এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংশোধনী প্রস্তাবে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরকে ২০১৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হচ্ছে। তবে সংশোধিত সময়সীমার মধ্যেও প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়া নিয়ে সংশয়ে রয়েছে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রকল্প পরিচালক স্বপন চন্দ্র পাল জানান, মূল প্রকল্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চার তলা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সংশোধনীতে এ ভবন উন্নীত হচ্ছে ছয় তলায়। বাড়তি দুটি ফ্লোর নির্মাণ করতে প্রকল্পের সময় বাড়ানো হচ্ছে। একই কারণে বাড়ছে প্রকল্প ব্যয়ও। তা ছাড়া প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে শহীদ মিনারের ব্যবস্থা করা, ডিজিটাল ক্লাস রুম প্রতিষ্ঠা করা ও শিক্ষকদের তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের জন্য বাড়তি অর্থ ব্যয় হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয় ২০১০ সালের জুন মাসে। ২০১০ সাল থেকে ২০১৪ সালের জুন মাসের মধ্যে এর কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। মূল প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪৩৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১০-১১ অর্থবছরে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয় হয়। দ্বিতীয় অর্থবছরে ব্যয় হয় ৬ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। আর ২০১২-১৩ অর্থবছরে ব্যয় হয় প্রায় ৬০ কোটি টাকা। অর্থ সংকটে থাকা প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সরকারি জমি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়। এ অবস্থায় ২০৪ কোটি ২৯ লাখ টাকা কমিয়ে ২৩০ কোটি ৭১ লাখ টাকা ব্যয় ধরে প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনী অনুমোদন দেয়া হয় ২০১৩ সালের এপ্রিলে। মূলত দখল হয়ে যাওয়া সরকারের খাস জমি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে। এরপরেই সৃষ্টি হয় বিভিন্ন জটিলতা।

প্রকল্পের আওতায় দুয়ারীপাড়া ও সবুজবাগে প্রস্তাবিত সরকারি কলেজের জমি নিয়ে হাইকোর্টে রিট দাখিল করা হয়। মণবাজারে প্রস্তাবিত স্কুলের জমি নিয়েও দায়ের করা হয় পৃথক রিট। বিষয়টি বর্তমানে উচ্চ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। আদালতের সিদ্ধান্ত আসার আগে তিনটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে হাত দিতে পারছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ অবস্থায় ২০১৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় মাত্র ১০২ কোটি ১৩ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। সমাপনীর নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি দাঁড়িয়েছে ৪৪ শতাংশ। তাই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে বাড়তি সময় চাওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ বাড়ানো। মহানগরীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা।